তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সচিত্র প্রতিবেদন

অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০১৮

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮০১৫৫২৪৯৩৫১৮
info@wbbtrust.org tcb@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

মূল প্রতিবেদন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ***ধারা ৫ এর (ছ) এ বলা আছে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।*** কিন্তু আইন লঙ্ঘণ করে রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে চলছে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো, আবুল খায়ের ট্যোবাকো, আকিজ টোব্যাকো, ঢাকা টোব্যাকোসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম। তামাক কোম্পানিগুলো দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শণ করে চলছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সম্পূর্ন অবৈধ এবং শাস্তিমূলক কাজ।

বর্তমানে তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়স্থল (point of sales)-কে বিজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। তাছাড়া উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট (যেখানে তরুণদের যাতায়াত বেশি), বিভিন্ন সুপারশপে (বিশেষ করে মিনাবাজার, প্রিন্সবাজার) তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। লোভনীয় চাকরীর প্রলোভন দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে নানা ইভেন্ট আয়োজন, বিনামূল্যে কোম্পানির লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, লাইটার, ফ্রি সিগারেট, ফ্রিজসহ বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশন ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি।

এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে রাস্তায়, পার্কে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে ভ্রাম্যমাণ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠানে (নতুন বছরের প্রথম দিন, স্বাধীনতা-বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, বই মেলা) তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে ধূমপানে আসক্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে যা সুস্পষ্টভাবে ২০০৫ সালে প্রণীত "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর লঙ্ঘণ ।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিরা (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০১৮) তিন মাসে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের তোয়াক্কা করছে না আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি!

জনস্বার্থে প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে **'র‍্যালী'** ব্রান্ডের সিগারেটের ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি। সারাদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে এ ধরনের প্রচারণায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে কোম্পানিটি।

ঢাকাসহ সারাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে, দেয়ালে, বৈদ্যুতিক খাম্বায় ও বিভিন্ন স্থানে **'র‍্যালী'** ব্রান্ডের সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে **"নতুন স্বাদে, সেরা মানে Rally Verve"** শীর্ষক চটকদারী বার্তা সম্বলিত পোষ্টার/ষ্টিকার প্রচার করছে কোম্পানির প্রতিনিধিরা। কোম্পানিগুলো মূলত, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আসক্ত করতেই এ ধরনের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কোন সন্দেহ নেই এটি তামাক কোম্পানির এক ধরনের বাজার সম্প্রসারনের কৌশল। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সিগারেটের খালি প্যাকেট জমা দিয়ে উপহার; তামাক সেবনে প্ররোচিত হচ্ছে মানুষ!

সিগারেটের খালি প্যাকেট জমা দিয়ে উপহার প্রদান করছে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি। **Rally Verve** ব্রান্ডের সিগারেট বাজারজাত করতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে কোম্পানিটি। খুচরা তামাকজাত পণ্য ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বিভিন্ন তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসায়ীদের বিড়ি/সিগারেট বিক্রয়ে টার্গেট পূরণ, খালি প্যাকেট জমা মাধ্যমে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করছে।

মূলত, এ ধরনের বিজ্ঞাপন মানুষকে ধূমপানে প্ররোচিত করে।

লক্ষণীয় যে, মানুষ সিগারেট সেবন না করলে খালী প্যাকেট সংগ্রহ সম্ভব নয়। এছাড়াও প্রদত্ত উপহার সামগ্রীর মধ্যে কোম্পানির ব্রান্ড, রং-লোগোর ব্যবহার লক্ষনীয়। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘণ। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে তামাক কোম্পানির এ ধরনের প্রচারণা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ২০৪০ সালের মধ্যে **"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ"** গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও আইন লঙ্ঘণ করছে। রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আওতায় আনা জরুরী।

ছবি: ১

ছবি: ২

ছবি: ১ *তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র ও বিভিন্ন মুদি দোকানে* ***"খালি প্যাকেট জমা দিন, উপহার বুঝে নিন"*** *বার্তা সম্বলিত ষ্টিকার প্রচার করছে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি।* ***ছবি: ২*** *দোকান থেকে খালি প্যাকেট সংগ্রহ করছেন কোম্পানির প্রতিনিধিরা। ছবিগুলো সম্প্রতি ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে তোলা।*

বিক্রয়কেন্দ্রে লোক সমাগম বাড়াতে তামাক কোম্পানির কৌশল!

সারাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণায় বিশেষ করে স্কুল-কলেজের সামনে বিজ্ঞাপন সম্বলিত বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তরুণদেরকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উৎসাহিত করতে বিনা বাঁধায় অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। রাজধানীর পুরান ঢাকায় অবস্থিত জগন্নাথ বিশবিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে অবস্থিত ফাঁকা জায়গাতে কিছু বিড়ি-সিগারেটের দোকান লক্ষ্য করা যায়। দোকানগুলোতে খালী প্যাকেট, পোষ্টার, ষ্টিকারসহ তামাক সেবনে উৎসাহব্যঞ্জক বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এছাড়াও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারী ও সেবনকারীদের জন্য উপহার সামগ্রী প্রদানসহ নানা কর্মসূচী পালন করছে তারা।

শুধু তাই নয়, তামাক কোম্পানিগুলো পাবলিক প্লেসগুলোতে জনসমাগম বাড়াতেও তৎপর রয়েছে। সম্প্রতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রতিনিধি দল অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পায়, বিএটিবি জগন্নাথ বিশবিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে অবস্থিত ফাঁকা জায়গাতে বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা করেছে কোম্পানির বান্ডিংয়ের রং ব্যবহারের মাধ্যমে। সামাজিক দায়বদ্ধতার কিংবা তরুণদের আড্ডাস্থল তৈরীর নামে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ব্রান্ড প্রমোশন লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এতে অল্প বয়সী ও স্কুল-কলেজগামী ছেলেদের মাঝে তামাক সেবনের প্রতি কৌতূহল তৈরী হচ্ছে। যা আগামী দিনের অগ্রগামী তরুণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি।

পয়েন্ট অব সেল তামাকের প্রচারণা কেন্দ্র!

মানুষকে ধূমপানে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ভোক্তা তৈরীর জন্য মরিয়া হয়ে প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। দেশব্যাপী তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিসহ অন্যান্য কোম্পানিগুলো অভিনব পদ্ধতিতে চায়ের দোকান, বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল), মুদি দোকান, সেলুন, দেয়াল, বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ বিভিন্ন স্থানে তামাকের প্রচারণায় লিফলেট, ষ্টিকার, পোষ্টার ব্যবহার করছে। এ সকল কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য ভোক্তা তৈরীর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

ফেসবুকে প্রচারণা চালাচ্ছে বিএটিবি

তরুণ প্রজন্মের মাঝে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণায় জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। https://www.facebook.com/BAT-BANGLADESH-126888660684626/ পেজে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে। নিচের ছবিটি লক্ষ্য করলে "বেনসন এন্ড হেজেজ" সিগারেটের বিজ্ঞাপন মনে হয়। এটি মূলত, রং ও ডিজাইনের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও বিএটিবি তাদের লোগো ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলে সিগারেটের ব্রান্ড প্রমোশন করছে।

তরুণ প্রজন্মের বৃহৎ অংশ ও সকল বয়সী মানুষ ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে থাকে। প্রযুক্তির সহায়তায় তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ কায়েমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। মূলত, দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ভোক্তা তৈরীই এ সকল কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী সকল প্রকার তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতের এর সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

গ্যারেজ, ছাপাখানা, সেলুনেও তামাকের বিজ্ঞাপন!

মানুষের মাঝে বিড়ি-সিগারেটসহ সকল ধরনের তামাক সেবনে উৎসাহিত করতে কোম্পানিগুলো কৌশল বদলাচ্ছে। পূর্বে দেখা যেত, শুধুমাত্র তামাকের বিক্রয়কেন্দ্রে (পয়েন্ট অব সেল) এ বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছে। কিন্তু, বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিক্রয়কেন্দ্রের বাইরেও (গাড়ীর গ্যারেজ, বৈদ্যুতিক খাম্বা, চুলকাটার সেলুন, বই ছাপাখানাতেও তামাকের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। যেখানে নারী-পুরুষ, শিশুসহ সকল বয়সী মানু তামাকের এমন আগ্রাসী বিজ্ঞাপন একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় আইনের লঙ্ঘণ অপরদিকে, জনস্বাস্থ্য হুমকি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে এ সকল তামাক কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় আনা জরুরী।

দোকানদারদেরকে বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধ্য করছে তামাক কোম্পানিগুলো

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রের বক্স (Point of Sale), নামমাত্র উপহার সামগ্রী (চায়ের কাপ, বালতি, মগ, মোবাইল ইত্যাদি) ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দোকানদারদেরকে বিজ্ঞাপন প্রচারে একপ্রকার বাধ্য করছে তামাক কোম্পানিগুলো।

ঢাকা ও বিভিন্ন জেলা/উপজেলা শহরে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ক্রেতাদের আকৃষ্টকরনের লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। এ কাজে তাদের অন্যতম হাতিয়ার Point of Sale। দোকানদারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাদের দোকানে বিজ্ঞাপন স্থাপনে কোন প্রকার অনুমতি তো নেয় না এবং জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। অনেক সময় রাতে এসব বিজ্ঞাপন লাগিয়ে যায় তারা। কারন কোম্পানির লোকজন দোকানীদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ছোট ও টং দোকানীদের সাথে ঘটে থাকে। অনেক দোকানী আইন লঙ্ঘণ ও মোবাইল কোর্টের বিষয়ে অবগত হলেও কিছু করার থাকে না। আবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা করা হলে টাকা কোম্পানি পরিশোধ করে দেয়। এছাড়াও পুণরায় জরিমানা সম্ভাবনা থাকলে সে টাকাও পরিশোধে আশ্বস্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারে প্ররোচিত করে।

বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক কোম্পানির অভিনব প্রচারণা, সারাদেশে চিত্র অভিন্ন।

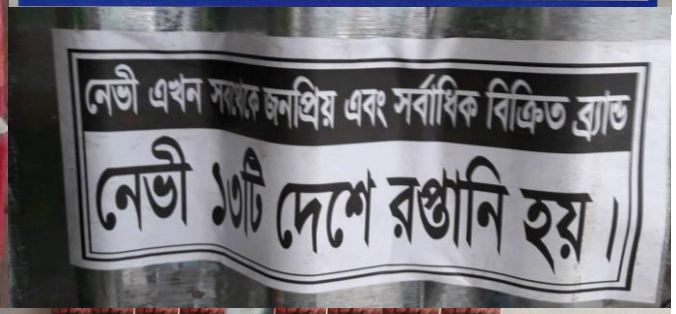

রাজধানীতে বেড়েছে ভ্রাম্যমাণ তামাক বিক্রেতার সংখ্যা

ছবিগুলো রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে তোলা। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ভ্রাম্যমাণ সিগারেট ও পান বিক্রেতার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এতে মানুষ সহজেই হাতের নাগালে এ সকল স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত সেবন করছেন। যা জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে পতিত করছে। তামাক ব্যবসা সম্প্রসারন কিংবা প্রাণঘাতী পণ্য মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা।

কর্মসংস্থানের নামে এ কাজে তামাক কোম্পানিগুলো শিশুদের পাশাপাশি নারী ও বয়স্ক মানুষদের ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা-৬ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘণ।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করছে শিশুরা!

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ- শিশুদের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরোজমিন পরিদর্শনে এ দৃশ্য চোখে পড়ছে অহরহ। অথচ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা *[৬ক। (১) অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না* মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

তারপরও এ ধরনের কাজ একদিকে যেমন আইনের লঙ্ঘণ, অপরদিকে শিশুদেরকে তামাক সেবনে উৎসাহিত করছে। তাছাড়া শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকার প্রসংশনীয় কাজ করে চলেছে।

রাষ্ট্রীয় আইন প্রতিপালনে শিশুদেরকে তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়সহ সমস্ত প্রকার কার্যক্রম থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করে তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি। বাজার পরিদর্শনে দেখা গেছে, বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুলের মোড়কে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘণের চিত্র সবচেয়ে বেশি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ৫০% অংশ জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচার করার কথা থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানি তা অনুসরণ করছে না। অস্পষ্ট ও ঘোলা ছবি মূদ্রণ করছে। আবার তিন মাস অন্তর ছবি পরিবর্তনের কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না।

ছবি ও তথ্য সংগ্রহ:

খুলনা বিভাগ:

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন- স্যোসাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ), পোড়াদহ, কুষ্টিয়া

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিবেদন প্রণয়ন:

আবু রায়হান
সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট